19/4/79

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সংক্ষিপ্ত

মোঃ মনসুর আলী

জনাব মোঃ মনসুর আলী ১৯৩২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার ধলবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও এলএলবি ডিগ্রী লাভ করে প্রাক্তন বিচারপতি জনাব খোন্দকার মোহাম্মদ হাসান ও বিচারপতি এএসএম সায়েম -এর অধীনে শিক্ষানবিশী করেন। পরে তিনি ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগদান করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের দায়ে তিনি কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৫৫-৫৬ সালে ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সাল হতে জনাব মোঃ মনসুর আলী খুলনা আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত খুলনা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭৮ সালে ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

মরহুম এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর আহবানে তিনি খুলনা জেলা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করে তিনি খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগ তাঁকে মনোনীত করে। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে মতপার্থক্যের দরুন তিনি উক্ত মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭৮ সালে মহামান্য প্রেসিডেন্টের প্রেরণায় জাগদল গঠিত হলে জনাব মোঃ মনসুর আলী উক্ত দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে খুলনা-১৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

মির্জা আবদুল হালিম

মীর্জা আবদুল হালিম বিএ, বিএল ১৯৩১ সালের ১লা নবেম্বর পাবনা জেলার বেড়া থানার জয়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মীর্জা ইশ্রাফাজউদ্দিন।

মীর্জা আবদুল হালিম ১৯৪৬ সালে [illegible] ছাত্র লীগে যোগদান করেন। তিনি ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন।

১৯৫৭ সালে তিনি ন্যাপে যোগদান করেন এবং সে সময় তিনি পাবনা জেলা ন্যাপের সম্পাদক হন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা শহর ন্যাপের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

জনাব হালিম ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন। বিগত নির্বাচনে তিনি পাবনা ১২ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব হালিম পাবনা কাজিরহাট হাইস্কুল এবং পাবনা কাজির তলা হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া তিনি বহু সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। জনাব আবদুল হালিম এককালে ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

তিনি ১৫ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী

১৯১৭ সালে সিলেট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার রামপাশা গ্রামে দেওয়ান তৈমুর রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম দেওয়ান একলিমুর রাজা (কবি বিশারদ) আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। দেওয়ান তৈমুর রাজার পিতামহ জনপ্রিয় মরমী কবি হাসন রাজা। তিনি ১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি বৃটিশ শাসনামলে সিলেটে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও ঋণশালিসী বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। তিনি ১৯৪৬ সালে গণভোটে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময় তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন ও মরহুম মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আসামে কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সবুজ বাহিনী গঠন করে তৎকালীন আসাম কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং একাধারে ছ'বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। জনাব চৌধুরী ১৯৪৮ সালে সিলেট জেলা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং একাধারে সাত বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ইউনিয়ন কাউন্সিল [illegible] পর তিনি সিলেট পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরে তিনি সিলেট জেলা ইউনিয়ন কাউন্সিল সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি কয়েক বছর সিভিল ডিফেন্সের চীফ ওয়ারডেন ও সিলেট জেলা স্কাউট কমিশনারও ছিলেন। অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘকাল সিলেট জেলা ক্রীড়া সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বিশ্বনাথ, জগন্নাথপুর ও নবীগঞ্জ থানা থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন ও সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। এই সময় তিনি সিলেট সরকারী এমসি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কমিটি এবং সাবেক পাকিস্তান বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থার সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান একাউন্টস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি দেশের অভ্যন্তরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি জাগদলের সিলেট জেলার যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিলেট সদর জেলা জাতীয়তাবাদী দলের আহবায়ক। গত নির্বাচনে তিনি সিলেট সদর-৭ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি 'হাসন রাজার তিন পুরুষ' নামক বই প্রকাশ করেছেন। তাতে তাঁর স্বরচিত ৫১টি গান রয়েছে।

জনাব তৈমুর রাজা ১৫ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

নুর মোহাম্মদ খান

জনাব নূর মোহাম্মদ খান ১৯৪৬ সনের ২৬শে নবেম্বর টাঙ্গাইলের ধুবড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ নয়ান খান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ ও এলএলবি ডিগ্রী লাভ করে তিনি এডভোকেট হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে যোগদান করেন।

জনাব নূর মোহাম্মদ খান ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২-৬৪ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও দেশব্যাপী শিক্ষা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি ঢাকার তৎকালীন কায়েদে আযম কলেজের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। একই সময়ে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি ছাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে সমগ্র পাকিস্তান সফর করেন। তিনি ছিলেন ১১-দফা ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ও ১১-দফার অন্যতম প্রণেতা। ১৯৭০ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হন।

১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করেন।

জনাব নূর মোহাম্মদ খান ১৯৭২ সালে বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আলোকে জাতীয় ছাত্রদল গঠন করেন ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ সালে তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি সারা দেশের ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তিনি বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী ও অমায়িক, জনাব নূর মোহাম্মদ খান বিভিন্ন সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন।

জনাব খান গত ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

তারিখ: 19/4/79

পরিচিতি

ডাক্তার ফজলুল করিম

ডাক্তার ফজলুল করিম ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার চৌদ্দশত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনে ডাক্তার করিম নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ডাক্তার করিম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদেরও সদস্য ছিলেন এবং এজন্য তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয় এবং তার স্কলারশিপ বাতিল করা হয়।

ডাক্তার করিম ১৯৭৬ সালে ন্যাপ (ভাসানী) যোগদান করেন এবং কিশোরগঞ্জ জেলা ন্যাপের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

ডাক্তার করিম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির কিশোরগঞ্জ শাখার সভাপতি ১৯৭৬ সাল থেকেই। তিনি কিশোরগঞ্জ রেডক্রস সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ডাক্তার করিম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক ছিলেন এবং পরে বিএনপির কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক হন। গত সাধারণ নির্বাচনে তিনি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। চলতি ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

সুনীল কুমার গুপ্ত

শ্রী সুনীলকুমার গুপ্ত ১৯২৮ সালে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার সিহিপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা, পরলোকগত অক্ষয়কুমার গুপ্ত এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সালে গৌরনদী থানার চানসী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বরিশাল ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়াশুনা করেন।

শ্রী গুপ্ত ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলে যোগদান করেন এবং বরিশাল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে গণতন্ত্রী দল নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় তিনি উক্ত দলে যোগদান করেন এবং ন্যাপের বরিশাল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা আইনে পাঁচ বারে মোট প্রায় সাত বছর জেলে আটক ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হওয়ার পরে ন্যাপ উক্ত দলে একত্রিত হয় এবং শ্রী সুনীলগুপ্ত জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গৌরনদী হতে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

শ্রী গুপ্ত ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ

জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ১৯২৫ সালের ১লা মার্চ রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রাম মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব রিয়াজউদ্দিন ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের হুইপ হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রংপুর-২৫ থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি কুড়িগ্রাম এতিমখানা, কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

আবুল কাসেম

জনাব আবুল কাসেম ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী কুমিল্লা জেলার পালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩-৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি ছাত্রলীগের ফজলুল হক ইউনিটেরও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লা জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ছিলেন।

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৭৫ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহবায়ক কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি এ সংস্থার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন।

জনাব আবুল কাসেম ১৯৭৮ সালে জাগদলে যোগ দেন এবং এ সময় তিনি বাংলাদেশ জাগ যুবদলের আহবায়কও ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিএনপি কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির একজন সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলেরও আহবায়ক। গত সাধারণ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-১৬ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান সফর করেন।

১৫ই এপ্রিল তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।